বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ।
(দেওয়ানী রিভিশনের অধিক্ষেত্র)
উপস্থিতঃ
বিচারপতি আশীষ রঞ্জন দাস

দেওয়ানী রিভিশন নং ১৪৩৯/২০১৩
শিরোনামঃ
আদেশের বিরুদ্ধে দেওয়ানী কার্যবিধির ১১৫ (১) ধারার বিধানমতে বিবাদী-দরখাস্তকারী কর্তৃক রিভিশন মোকদ্দমা।

পক্ষগণঃ
রায় চাঁদ দাস
---বিবাদী- প্রতিবাদী-দরখাস্তকারী।
-বনাম
সেলি তালুকদার গং
---বাদী-আপীলকারী-অপরপক্ষগণের পক্ষে।

বিজ্ঞ আইনজীবীগণঃ
জনাব মো: রফিকুল ইসলাম সংগে
জনাব মিজানুর রহমান খান, আইনজীবী
---বিবাদী- প্রতিবাদী -দরখাস্তকারী।
জনাব মোঃ মঈনুল ইসলাম, আইনজীবী সংগে
জনাব মাসুদ আখতার, আইনজীবী
---বাদী-আপীলকারী-অপরপক্ষগণের পক্ষে।

শুনানীর তারিখঃ ১৮/১২/২০১৯, ২১/১২/২০১৯, ১০/০২/২০২০,
রায় প্রদানের তারিখঃ ১৬/০২/২০২০

বিচারপতি আশীষ রঞ্জন দাসঃ

রায় প্রচারের ধার্য তারিখে পিটিশনার পক্ষ ও তাদের বর্ণনাপত্র সংশোধন এবং নথি পূর্নবিচারের প্রর্থনায় দুটি পৃথক পৃথক দরখাস্ত আনায়ন করেন। বর্তমান রায়ের গর্ভেই এই সাম্পর্কে আলোচনা ও নিষ্পত্তি করা হলো।

প্রতিপক্ষ সেলি তালুকদার বাদী হিসাবে সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ, সহকারী জজ আদালতে অকৃষি প্রজাস্বত্ত আইনের ২৪ ধারা মতে অগ্রক্রয়ে (Pre-emption) মামলা

নাম্বর ০৪/২০০৫ আনায়ন করেন যা ০৪/০৩/২০০৭ তারিখ প্রচারিত রায়ে দ্বিপক্ষ বিচারে খারিজ হয়। তার বিরুদ্ধে তিনি সুনামগঞ্জ জেলা জজ আদালতে বিবিধ আপীল নাম্বার ০৮/২০০৭ দায়ের করেন এবং গত ২৯/০১/২০১৩ইং তারিখ প্রচারিত রায়ে বিজ্ঞ প্রথম যুগ্ম জেলা জজ, সুনামগঞ্জের রায়ে জয় লাভ করেন এবং অগ্রক্রয়ের আদেশ প্রাপ্ত হন। অত:পর ক্রেতা প্রতিপক্ষ র্বতমান দেওয়ানি রিভিশন মামলা আনায়ন করেন।

ঘটনা প্রবাহের সংক্ষিপ্ত সার হলো স্বীকৃত মতে এস.এ. ১৭৪ খতিয়ানের অধীন ২২৮ এবং ২৩১ দাগের জমাজমি ফাতেমা তাহেরা ওরফে জামেলা খাতুন চৌধুরানীর স্বত্ত্ব দখলীয় ছিল। মূল মামলা মোসাদ্দেক রেজা চৌধুরী ৩ নং প্রতিপক্ষ গত ২৮/০২/২০০২ইং তারিখ রেজিষ্ট্রীকৃত ১২৩৬ নং কবলা দলিল মূলে ৫ শতক জমি দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের নিকট বিক্রি করেন। অত:পর একই বিক্রেতা ৩ নম্বর প্রতিপক্ষ আরো ৫ শতক জমি গত ০৬/০৩/২০০২ইং তারিখ রেজিষ্ট্রকৃত ১৩৭৪ নং কবলা দলিল মূলে বিক্রেতা প্রতিপক্ষ নিবেদিতা তালুকদার বরাবর বিক্রি করেন এবং সম্পর্কে তারা ননদ-ভাবি। কিন্তু বিক্রেতা প্রতিপক্ষ নিবেদিতা তালুকদার বাদিনীর অজ্ঞাতে গত ১৮/১০/২০০৩ইং তারিখ ৫৮৪৪ নং রেজিষ্ট্রী কবলা দলিল মুলে ৫ শতক জমি আগন্তুক ক্রেতা প্রতিপক্ষ তথা পিটিশনার রায় চাঁন বরাবর বিক্রি করেন। বাদিনী গত ০৮/০৪/২০০৪ইং তারিখে এ বিষয়ে অবগত হয়ে বর্তমান অগ্রক্রয়ের মামলা আনায়ন করেন।

ক্রেতা প্রতিপক্ষ তথা পিটিশনার বর্ণনাপত্র দাখিল করে মামলায় প্রতিদ্বন্দীতা করেন। তমাদি, পক্ষদোষ, দাবি পরিত্যাগ ইত্যাদি অভিযোগ ছাড়াও প্রতিপক্ষের গুরুত্বর অভিযোগ ছিল যে, বাদিনী সেলি তালুকদার উক্ত দাগে তার অংশের ক্রয়কৃত ৫ শতক জমি মামলা দাখিলের পূর্বেই পৃথক নাম পত্তন করে জমা খারিজ করে নিয়েছেন ফলে তার অগ্রক্রয়ের অধিকার তিনি সেচ্ছায় হারিয়েছেন। বিজ্ঞ বিচার আদালত ক্রেতা প্রতিপক্ষের সকল অভিযোগ অগ্রাহ্য করলেও এই সিদ্ধান্ত উপনীত হন যে, অগ্রক্রয়ের মামলা দায়ের

পূর্বের প্রার্থী সেলি তালুকদার তার অংশের ৫ শতক বাবদ পৃথক নাম পত্তন তথা জমা খারিজ করাতে তিনি অগ্রক্রয়ের অধিকার হারিয়েছেন। ফলে মামলাটি তিনি খারিজ করেন। বিজ্ঞ আপীল আদালত বিচার আদালতের সাথে অন্যান্য ইস্যুতে একমত হলেও জমা খারিজের মাধ্যমে অগ্রক্রয়ের অধিকার হারানো সংক্রান্ত বিচার আদালতের সিদ্বান্তের সাথে দ্বিমত পোষন করেন। নিম্ন আদালতের রায় বাতিল করেন এবং পরিণামে অগ্রক্রয়ে আদেশ ঘোষিত হয়। অত:পর ক্রেতা প্রতিপক্ষ বর্তমান দেওয়ানী রিভিশন মামলা আনায়ন করেন।

এই মামলার একটি ব্যাতিক্রমী দিক হলো বর্তমান দেওয়ানি রিভিশন মামলায় ইতিপূর্বে অত্র আদালতের অপর একটি একক বেঞ্চে গত ২৮/১১/২০১৬ইং তারিখ প্রচারিত রায়ে নিষ্পত্তি তথা রুল Absolute করা হয়। রায় নথিতে শামিল আছে। সেই পর্যায়ে মামলাটিতে প্রতিপক্ষ হাজির ছিল না মর্মে অভিযোগ। নথিদৃষ্টে দেখা যায়, অত:পর সেলি তালুকদার তথা প্রতিপক্ষ তদানিন্তন মাননীয় প্রধান বিচারপতির নিকট তঞ্চকথার মাধ্যমে রায়টি হাসিল করা হয়েছে এই মর্মে এক দরখাস্ত করেন। দরখাস্ত দাখিলক্রমে রায়টি প্রত্যাহার (বিকল) করার আবেদন করেন। মাননীয় ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির বিষয়টি নিষ্পতির জন্য অপর একটি একক বেঞ্চে প্রেরণ করেন এবং সেখানে শুনানীঅন্তে গত ২৯/০১/২০১৮ইং তারিখ প্রচলিত আদেশ বলে পূর্বেকার রায়টি সরাসরি প্রত্যাহার (Recall) করা হয়। পরর্বতীতে পুনরায় শুনানির জন্য মামলাটি বর্তমান বেঞ্চে আসছে। সেলি তালুকদার পক্ষের আরো অভিযোগ ছিল যে, মাননীয় বিচারক অত্র দেওয়ানী রিভিশন রায় প্রদান করেছিলেন ঐ সময় ঐ বেঞ্চের ফৌজদারী মামলা শুনানির অধিকার বা এখতিয়ার ছিল না এই প্রকার কিংবা দেওয়ানী মামলা শুনানি করার কোনো অধিকার বা কোন প্রশ্ন ছিল না। যাই হোক পূর্বেকার রায়টি প্রত্যাহার বা (Recall) করা হয়েছে যাহা নথিতে শামিল আছে। ক্রেতা দরখাস্তকারী পক্ষ আজ একটি দরখাস্তমূলে উক্ত দাগের অন্যতম শরীক অঞ্জন চৌধুরীকে পক্ষ করা হয় নাই এবং সেলি তালুকদার তর্কিত বিক্রয়ের

বিষয়ে অবগত ছিলেন মর্মে ঘটনার বিবৃত করে তার বর্ণনাপত্র সংশোধনের আবেদন এবং সেইসূত্রে নথিটি পুনঃ বিচারার্থে (Remand) প্রেরনের আবেদন করেন যে সম্পর্কে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী তীব্র বিরোধীতা করেন।

দেখা যাচ্ছে, দাগে কোনো শরীক বা বিশেষভাবে অঞ্জন চৌধুরীকে পক্ষ করার প্রয়োজন যা পক্ষ করা হয় নাই এই মর্মে কোনো অভিযোগ ক্রেতা প্রার্থীর পক্ষের লিখিত বর্ণনাপত্রে কিংবা পরর্বতী আপীল পর্যয়ে কখন ছিল না। ফলে উভয় আদালত মামলাটি পক্ষ দোষে দুষ্ট নয় মর্মে সাব্যস্ত করেন। এ সম্পর্কেও বর্তমান রিভিশন মামলায় ক্রেতা প্রতিপক্ষ কোনো প্রকার আপত্তি করেন নাই। ফলে বর্তমান রিভিশন পর্যায় এইরুপ অভিযোগ বিবেচনা, গ্রহণ এবং র্দীঘসময় অতিবাহিত হওয়ার পর পুনরায় মামলাটি বিচার আদালতে প্রেরণের যুক্তি আইন কিংবা ন্যায় সংগত মনে হয় না। ফলে তা অগ্রাহ্য করা হলো। মূল বাদিনী সেলি তালুকদার তর্কিত কবলার বিষয়ে অবগত ছিলেন মর্মে একটি কাহিনী অবতারণা করে ক্রেতা প্রার্থী তার বর্ণনাপত্র সংশোধনের প্রার্থনা করেছেন। এই তথ্যটি যথার্থ হলেও তা খুবই তাৎপর্যর্পূণ। সেটির যাথার্থতা প্রমাণের জন্য মৌখিক স্বাক্ষ্য প্রমাণ আবশ্যক। কিন্তু দেখা গেল প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী মোঃ মঈনুল ইসলাম জোরালোভাবে উল্লেখ করেন যে, এই ঘটনাটি সত্য হলে ক্রেতা প্রতিপক্ষের সে কথা তার মূল বর্ননাপত্রে কিংবা আপীল পর্যায়ে কিংবা সর্বশেষ বর্তমান দেওয়ানী রিভিশন মামলায় উল্লেখ করা আবশ্যক এবং স্বভাবিক ছিল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, সেলি তালুকদার তর্কৃত কবলার বিষয়ে অবগত ছিলেন এই বিষয়ে শালিশ বৈঠক হয়েছিল ইত্যাদি কাহিনী বর্তমান পিটিশনার তথা ক্রেতা প্রতিপক্ষ নিম্ন আদালতে তার বর্ণনাপত্রে কিংবা আপীল আদালতে কিংবা বর্তমান দরখাস্তেও উল্লেখ করেন নাই। এই পর্যায়ে ক্রেতা প্রতিপক্ষ তথা পিটিশনারের মামলাটি পুন:বিচার বা (রিমান্ডে) প্রেরনের আবেদনটি আইন কিংবা যুক্তি সংঘত মনে হয়না। ফলে দরখাস্তটি নাকচ করা হলো।

বিজ্ঞ বিচার আদালত এবং বিজ্ঞ আপীল আদালত উভয়ে এই সকল ইসূতে একমত পোষণ করেন যে মামলাটি তামাদি বারিত নয়, মামলাটি পক্ষভাব দোষে দুষ্ট নয় কিংবা অন্য কোনো আইনগত কারণে মামলাটি তুটির্পূণ নয়। তবে বিচার আদালত সাব্যস্ত করেন যেহেতু সেলি তালুকদার তার খরিদা ৫ শতক জমি এই মামলা দখিলের পূর্বেই জমা খারিজ করে পৃথক হয়ে গেছেন সেহেতু অগ্রক্রয়ের অধিকার তার আর অবশিষ্ট নাই। বিজ্ঞ আপীল আদালত তার বিপরীত অভিমত পোষণ করেন এবং অগ্রক্রয়ের প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। এই একটি মাত্র প্রশ্নে মূলত এই পর্যায় যুক্তিতর্ক শুনানী হয়। প্রশ্ন হলো ১৯৪৯ সনের অকৃষি প্রজাস্বত্ত আইনের ২৪ ধারা মতে অগ্রক্রয় করার ক্ষেত্রে বর্তমান মামলায় যেমন ঘটেছে বাদিনী একি দাগে তার অংশ বাবদ পৃথক নাম পত্তন করে থাকলে তার অগ্রক্রয়ের অধিকার ক্ষুন্ন হবে। এই প্রসঙ্গে বাদী প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী ৬৬ ডি.এল.আর (এডি) ২০১৪ পাতা ৩১৫ তে প্রকাশিত আসাদ আলী বনাম গোলাম সারেয়ারের মামলায় রায়ের প্রতি আদালতের দৃষ্টি আর্কষন করেন। উদ্ধৃত সিদ্ধান্ত ও বর্তমান মামলার ঘটনা প্রবাহের মধ্যে মৌলিক সামাঞ্জস্য আছে দেখা যায়। উক্ত রায়ে মাননীয় সর্বোচ্চ আদালত নিম্নোক্ত অভিমত পোষণ ও সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। “In a proceeding under section 24 of the Non-Agricultural Tenancy Act the question of Co-sharership in the holding or tenancy is immaterial the question of co-sharership in the ‘land’ is material. After partition by metes and bounds of the land or a holding or even of a plot or plots among its co-sharers each of such co-sharers loses their co-sharership in all other land of the holding or the plot or plot excepting his own share only even if the holding or tenancy remains intact and he, therefore, cannot claim pre-emption under

section 24 of the Non-Agricultural Tenancy Act if any share of portion thereof of any other owner of this holding or plot is transferred". বর্তমান ক্ষেত্রেও দেখা যায় সেলি তালুকদার এবং নিবেদিতা তালুকদার,পরস্পর ননদ-বাবি একই মালিকের নিকট থেকে একই দাগ হতে পর পর দুটি রেজিষ্ট্রী কবলা দলিল করে ৫ শতক করে জমি ক্রয় করেছিলেন। অর্থাৎ তারা উভয়ে অভিন্ন নালিশী দাগে মালিক দখলদার ছিলেন এবং সহশরীক ছিলেন। স্বীকৃত যে, সেলি তালুকদার তার খরিদা অংশ বাবদ পৃথক নাম পত্তন করলেন তো উদ্ধৃত রায়ে যেমন বলা হয়েছে "Co-sharership in the holding or tenancy is immaterial the question of co-sharership in the 'land' is material." এইরুপ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পিটিশনারপক্ষে অত:পর আর কোনো বক্তব্য ছিলনা, ফলে উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বর্তমান দেওয়ানী রিভিশন মামলায় প্রদত্ত রুলটি খারিজ (Discharged) করা হলো এবং সেইসূত্রে বিবিধ ও আপীল নাম্বার ০৮/২০০৭ এর রায় বিনা খরচে বহাল রাখা হলো।

(বিচারপতি আশীষ রঞ্জন দাস)

(মো: আতিকুর রহমান, এবিও)